পদ্মা সেতুর ৩৬তম স্প্যান বসতে পারে আজ, দৃশ্যমান হবে ৫৪০০ মিটার

পদ্মা সেতুর ৩৬তম স্প্যানটি বসানোর কাজ চলছে। ‘ওয়াব-বি’ নামের স্প্যানটি বসানো হবে সেতুর মাওয়া প্রান্তের ২ ও ৩ নম্বর পিলারের উপর। অনুকূল আবহাওয়া আর কারিগরি জটিলতা দেখা না দিলে আজ বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) কিংবা শুক্রবার (৬ নভেম্বর) স্প্যানটি বসানো হবে। স্প্যানটি বসানো হলে দৃশ্যমান হবে সেতুর ৫ হাজার ৪০০ মিটার।

গেলো মাসে পদ্মা সেতুতে চারটি স্প্যান বসানো হয়েছে যা প্রকৌশলীদের বড় একটি সাফল্য। চলতি মাসেও চারটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা আছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যানটি বহন করা হবে। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে নিয়ে যাবে নির্ধারিত পিলারের কাছে। সেখানে অবস্থান করে সবকিছু ঠিকঠাক তাহলে বৃহস্পতিবারই বসিয়ে দেওয়া হবে। যদি স্প্যান বসানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া যায় তাহলে শুক্রবার পিলারের ওপর স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হবে। ঠিক এমন পরিকল্পনা প্রকৌশলীদের। এই সংক্রান্ত একটি চিঠিও ইস্যু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ২-৩ নম্বর পিলারের অবস্থান মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে। পদ্মানদীর একাবারে তীরের কাছাকাছি। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৬০০ টন ধারণক্ষমতার ভাসমান ক্রেনটি পিলারের কাছে আসার জন্য ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া সব ধরনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করা হয়েছে। নোঙর করতেও খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলে আশা করা যাচ্ছে। কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ২-৩ নম্বর পিলারের দূরত্ব খুব বেশি না থাকায় ২৫-৩০ মিনিট সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে আসতে পারবে। স্প্যান বসানোর জন্য দুইদিন সময় নেওয়া হয়ে থাকে।

অন্যদিকে পদ্মা সেতুতে বাকি থাকবে ৫টি স্প্যান বসানো। এগুলো- ১১ নভেম্বর পিলার ৯ ও ১০ নম্বরে ৩৭তম স্প্যান (২-সি), ১৬ নভেম্বর

পিলার ১ ও ২ নম্বরে ৩৮তম স্প্যান (১-এ), ২৩ নভেম্বর পিলার ১০ ও ১১ নম্বরে ৩৯তম স্প্যান (২-ডি), ২ ডিসেম্বর পিলার ১১ ও ১২ নম্বরে ৪০তম স্প্যান (২-ই) ও ১০ ডিসেম্বর সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (২-এফ) বসবে ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর।

সূত্রে জানা যায়, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুরো পদ্মাসেতু প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮২ শতাংশ। নদী শাসন কাজের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ। মূল সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি এখন ৯০.৫০ শতাংশ। পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। মূল সেতুর দুই হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে ১ হাজার ১৬৬টির বেশি বসানো হয়েছে। দুই হাজার ৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে ১ হাজার ৬৪৬টির বেশি স্ল্যাব বসানো হয়েছে। মাওয়া ও জাজিরা ভায়াডাক্টে ৪৮৪টি সুপার টি গার্ডারের মধ্যে ২৫৮টি স্থাপন করা হয়েছে। স্প্যান বসানোর পাশাপাশি স্ল্যাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। বন্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে চারমাস স্প্যান বসানো না গেলেও অক্টোবর মাসে চারটি স্প্যান বসানো হয়।

প্রকৌশলী সূত্রে জানা যায়, পদ্মা সেতুতে মোট ৪২টি পিলারে বসানো হবে ৪১টি স্প্যান। ইতোমধ্যে ৩৫টি স্প্যান বসিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ৫ হাজার ২৫০ মিটার। আর ছয়টি স্প্যান বসিয়ে দৃশ্যমান বাকি ৯০০ মিটার।
পুরো সেতু ৬, ১৫০ মিটার (৬.১৫ কিলোমিটার)।

মূল সেতু নির্মাণের কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন।

২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ আজ

করোনা মহামারির মধ্যে ২০২১ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে

শিক্ষার্থীরা। ‘করোনার মধ্যে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নয়’ ব্যানারে আজ বৃহস্পতিবার (০৫ নভেম্বর) সারা দেশব্যাপী পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হবে।

ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সামনে থেকে সকাল ১১টায় বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন তরুণ ছাত্রনেতা মো. মাহবুবুর রহমান।

জাহিদ আহমেদ নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের দাবির বিষয়ে জানান, ‘আমাদের জন্যেও অটোপাসের সিদ্ধান্ত দেয়া হোক। কারণ আমরা শুধুমাত্র ক্লাস ৯-এ ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি। তারপর ক্লাস ১০-এর প্রথম দিকেই করোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে আমাদের পড়ালেখায় খারাপ প্রভাব পড়েছে।’

জাহিদ বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও অনলাইন ক্লাস থেকে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীই বঞ্চিত ছিল। এর জন্য আমাদের পাঠদান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া সামনে শীতে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সবমিলিয়ে আমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারিনি।

চীনকে ঠেকাতে একজোট যুক্তরাষ্ট্র-ভারতসহ চার দেশ

চীনের প্রভাব ঠেকাতে ভারতের সঙ্গে মালাবার নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ধাপের এ সামরিক নৌ মহড়াটি ভারতীয় উপকূলীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুই ধাপে অনুষ্ঠিতব্য মালাবার নৌ মহড়া ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে।

এ মহড়ায় যোগ দেবে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন, অস্ট্রেলিয়ার এইচএমএএস বালারাতসহ এমএইচ-৬০ হেলিকপ্টার এবং জাপানের জেএমএসডিএফ’র ওনামি (ডেস্ট্রয়ার)।

সম্প্রতি চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেছেন টোকিওতে। চার দেশের জোটের নাম কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা কোয়াড। মুখে না বললেও মূলত চীনের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই একজোট হয়েছে ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা।

চীন যেভাবে ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করছে ও আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছে, তা ঠেকানোর জন্যই চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করছেন টোকিওয়। করোনাকালে ভার্চুয়াল বৈঠক না করে তারা যে একসঙ্গে বসে আলোচনা করলেন, তার থেকেই পরিষ্কার বিষয়টিকে তারা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ চলাচল ‘অবাধ ও স্বাধীন’ রাখার উপায় খোঁজার যুক্তি দেখিয়ে ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে ‘কোয়াড’ নামে সংলাপের সূচনা হয়েছিল। দশ বছর পর ‘কোয়াড সংলাপ’ ২০১৭ সাল থেকে নতুন করে জীবন ফিরে পায়।

এই মহড়াটি এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন চীন ও অস্ট্রেলিয়া কূটনৈতিক বিরোধ চলছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ রয়েছে চীনের। সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়েও দ্বন্দ্ব চলছে চীনের।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়: রুহানি

ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি বলেছেন, কে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কী ঘটছে এটি তেহরানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। বুধবার তেহরানে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে রুহানি এ কথা বলেন।

রুহানি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে সম্মান,

হুমকির পরিবর্তে শ্রদ্ধা এবং আইন লঙ্ঘনের পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ অনুসরণ করতে হবে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাকফিরি সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি মেনে নেয়া হবে না।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক ও বেসামরিক পন্থায় কারাবাখ সংকটের সমাধান করতে আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট।

কে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?

আমরা জয়ের পথে রয়েছি বলে বিশ্বাস করি। সব ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে – এমন মন্তব্য করেছেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন।

তিনি আরো বলেন, সকাল নাগাদ পুরো ফলাফল চলে আসতে পারে। তবে কে বিজয়ী হবে এটা বলার দায়িত্ব আমার বা ট্রাম্পের নয়। এটা একমাত্র আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দামামা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে। সবার চোখে এখন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। এর মধ্যে ইলেক্টোরাল ভোটে ট্রাম্পের চেয়ে বেশ এগিয়ে জো বাইডেন। যদিও ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডা এবং ওহাইও জিতে নিয়েছেন ট্রাম্প।

মার্কিন গণমাধ্যম বলছে, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াশিংটনে জো বাইডেন জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ট্রাম্পের কাছ থেকে। ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হতে হলে ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটে জিতেই হবে। এখন পর্যন্ত ইলেক্টোরাল ভোটের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বাইডেন পেয়েছেন ২৩৮ আর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প পেয়েছেন ২১৩টি ভোট।

ফলাফল অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া, কলোরাডো, ডেলাওয়ারে,ম্যারিল্যান্ড, ম্যাচাচুসেটস, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ মেক্সিকো, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোডে আইল্যান্ডে, কানেক্টিকাট, ইলিনয়েস, মেরিল্যান্ড, মিনেসোটা, হাওয়াই, ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে

আছেন বাইডেন।

অন্যদিকে, দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন- ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকি, ওকলাহোমা, টেনেসি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস, সাউথ ডাকোটা, নর্থ ডাকোটা, আলাবামা, সাউথ ক্যারোলাইনা, লুইজিয়ানা, নেব্রাসা এবং নেব্রাসার থার্ড ডিসট্রিক্ট, উটাহ, মিসৌরি, কানসাস, ওয়াইওমিং এবং মিসিসিপি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর ৫০টি রাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি মিলে মোট ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাধারণত জাতীয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না। এদিকে, মার্কিন সংসদের সিনেটের ১০০ জন, প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ এবং সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ওয়াশিংটন ডিসির তিনজন প্রতিনিধিসহ দেশটিতে মোট ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিনিধির সংখ্যা ৫৩৮।

ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই নিজেকে জয়ী দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পাশাপাশি ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের ডেমোক্রেট দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প আদালতে গেলে তারাও আইনজীবীদের একটি দল প্রস্তুত রেখেছে।

গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতে হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাবো। আমরা ভোট গণনার কার্যক্রম এই মুহূর্তে বন্ধ চাই। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি খুবই দুঃখজনক একটি মুহূর্ত।’

তবে জো বাইডেন তার সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘ট্রাম্প বা আমি নিজেকে জয়ী ঘোষণার কেউ নই। এটা আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।’

নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এখনো আটটি অঙ্গরাজ্যের ফল বাকি রয়েছে। এগুলোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। এর মধ্যে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফল পেতে শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা।

এই অঙ্গরাজ্যে ২০ টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। ৭৫ শতাংশ ভোট গণনা পর্যন্ত এখানে প্রায় ছয় লাখ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। অন্য যে অঙ্গরাজ্যগুলোর ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সেগুলো হলো নেভাদা, অ্যারিজোনা, আলাস্কা, উইসকনসিন, মিশিগান, জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা।

মার্কিন সিনেটর পদে ফের জয় পেলেন শেখ রহমান

দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যে জর্জিয়া স্টেট সিনেটর হিসেবে বিজয়ী (ডিস্ট্রিক্ট-৫) হলেন বাংলাদেশি শেখ রহমান। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের কোন প্রার্থী না থাকলেও নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে জর্জিয়া নির্বাচন বোর্ড।

কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান সকল প্রবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। শেখ রহমান বলেন, সকলের আশীর্বাদে বহুজাতিক একটি সমাজে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার মধ্যে অন্যরকমের একটি আনন্দ রয়েছে- যা আমাকে আরও সামনে এগোতে সহায়তা করবে।

শেখ রহমান আরও বলেন, স্টেট পার্লামেন্টে থাকলেও জাতীয়ভিত্তিক যে সংযোগ রয়েছে ইউএস সিনেট এবং ক্যাপিটল হিলে, তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি আমেরিকান ও বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে কাজে লাগানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখবো।

উল্লেখ্য, শেখ রহমানের নির্বাচনী এলাকার ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৯০৪। এরমধ্যে শ’খানেক বাংলাদেশি আমেরিকান রয়েছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা, বর্ণ আর ধর্মের মানুষের প্রিয় একজনে পরিণত হওয়ায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তিনি কমিউনিটির ব্যাপারে শেখ রহমানের পরামর্শ হচ্ছে, বাঙালিত্ব হৃদয়ে ধারণ করে প্রতিবেশী সকল ভাষা-বর্ণ-ধর্মের মানুষের সাথেও গভীর

সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই যে কোন নির্বাচনে বিজয়ের পথ সুগম হয়।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে ছবি

প্রতি মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে ছবিটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন খানিকটা এগিয়ে। অন্যদিকে, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনিও রয়েছেন বাইডেনের কাছাকাছি।

এখনও পর্যন্ত জো বাইডেন এগিয়ে ২৩৮ ইলেক্টোরাল ভোটে। অন্যদিকে ট্রাম্পের ঝুলিতে ২১৩ ইলেক্টোরাল ভোট। জিততে হলে পেতে হবে ২৭০ ইলেক্টোরাল ভোট।

এখনো বেশ কয়েকটি রাজ্যের ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন বিশ্ববাসী। কে হচ্ছেন ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা। তবে জয়ের ব্যাপারে দুই প্রার্থীই বেশ আশাবাদী।
তবে অভিযোগ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, কিন্তু তারা নির্বাচন চুরির চেষ্টা করছে। আমরা কখনোই তাদের সেটা করতে দেবো না।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, আমরা জয়ের পথে রয়েছি বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে সব ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা

টানা ২২ দিনের অপেক্ষা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাত ১২টায়। উঠে যাচ্ছে ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা। ফলে জেলেরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। নৌকা-জাল প্রস্তুত করা এবং ইলিশ শিকারে যাত্রার জন্য শেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করছেন তারা।

গত ১৪ অক্টোবর থেকে সাগর ও নদ-নদীতে ইলিশ ধরা ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। এই সময় কর্মহীন অলস কাটানোর পর দেশের বিভিন্ন জেলে পল্লীতে আবারো প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসছে। ফলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) থেকে বাজারে দেখা মিলবে মাছের রাজা ইলিশ, এমনটিই আশা করছেন ক্রেতারা। আর কাঙ্খিত ইলিশ আহরণ হবে বলে আশায় বুক বেঁধে আছেন জেলেরাও।

বরগুনা, পটুয়াখালী, চাঁদপুরের নদীসংলগ্ন জেলে পল্লীতে জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এরইমধ্যে সাগরে যাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন তারা।

জেলেরা জানান, মা ইলিশের প্রজনন নিরাপদ করতে সাগর ও নদ-নদীতে ইলিশ ধরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা নদীতে অবৈধভাবে ইলিশ শিকার করেননি। নিষেধাজ্ঞার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন অনেক জেলে।

এদিকে, মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২ দিনের অবরোধকালীন সরকারের খাদ্য সহায়তা না পাওয়ায় দেশের জেলেপল্লীগুলোতে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। গত ১৪ অক্টোবর থেকে আজ ৪ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের ২২ দিনের অবরোধে সাড়া দিয়ে হাজারো জেলে সাগর-নদীতে ইলিশ শিকার বন্ধ রাখেন। এতে উপকূলীয় এলাকার জেলেদের একমাত্র আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়।

সংকট মুহূর্তে জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ ২০ কেজি করে চাল জেলেদের মাঝে সরবরাহ করতে না পারায় খেয়ে না খেয়ে দিন পার করেছেন এসব জেলে।

অর্ধেকের বেশি রাজ্যের ফল ঘোষিত: ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে বাইডেন, পপুলার ভোটে ট্রাম্প

গোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভোটের ফলাফল আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই বেশ কিছু ইলেকটোরাল কলেজের ভোটের ফলাফল হাতে এসেছে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের চেয়ে ৭৮টি ইলেকটোরাল ভোটে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাইডেন পেয়েছেন ১৯২টি ইলেকটোরাল ভোট। অপরদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১৪টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন।

তবে ইলেকটোরাল ভোটে পিছিয়ে থাকলেও পপুলার ভোট এগিয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এখন পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন ২ কোটি ৫৩ লাখ ২৩ হাজার ২৭২টি ভোট। এদিকে, বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৬ হাজার ৩১২ জন ভোটার।

ইন্ডিয়ানা, আরকানসাসে বাইডেনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। অপরদিকে, ম্যাসাচুসেটস এবং নিউ জার্সিতে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প, রোডে আইল্যান্ডে, কানেক্টিকাট, দেলাওয়ার, ইলিনয়েস এবং মেরিল্যান্ডের ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে একসঙ্গে ভোট হলেও মূলত সবার নজর থাকে ব্যাটলগ্রাউন্ড খ্যাত কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের দিকে। এগুলোকে বলা হয় সুইং স্টেট। নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এসব অঙ্গরাজ্য।

এ বছর আটটি অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট বলা হচ্ছে। এগুলো হলো ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া, ওহাইও, মিশিগান, উইসকনসিন, আইওয়া, অ্যারিজোনা ও নর্থ ক্যারোলাইনা।

আটটি অঙ্গরাজ্যে কোন প্রার্থীর অবস্থান কেমন তা নিয়ে ‘পোলস ট্র্যাকার’ এর ফলাফল প্রকাশ করেছে গার্ডিয়ান। সেখানে দেখা গেছে, ছয়টিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন এবং দুটিতে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন।

পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন ও মিশিগানে যথাক্রমে ২০টি, ১০টি ও ১৬টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। এগুলোতে বাইডেন বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

আইওয়া ও ওহাইওতে যথাক্রমে ৬টি ও ১৮টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। এই দুই জায়গায় ট্রাম্প সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

মার্কিন নির্বাচন: নিউইয়র্কে ভোট দিলেন মৃত ব্যক্তি!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। তবে এবারে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় দশ কোটি ভোটার আগাম ভোট দিয়ে ফেলেছেন। আগাম ভোটের বেশিরভাগই এসেছে ডাকযোগে।

এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মৃত ব্যক্তির ভোট দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে মৃত ব্যক্তির নামে ব্যালট পাঠানো হয়েছে বলে দেশটির একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে। রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেশটির সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, স্টাটেন দ্বীপে বসবাসকারী নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট ফ্রান্সিস রেকসোর নামে এই ব্যালট পাঠানো হয়েছে। ২০১২ সালে মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির ভোট এরই মধ্যে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে মারা যাওয়া ফ্রান্সিস রেকসোর নামে ভোট পাঠানো হয়। ৮ অক্টোবর সেই ভোট

বৈধ হিসেবে নিবন্ধনও করে ইলেকশন বোর্ড। পরে অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ।

একইভাবে আরও একটি মৃত ব্যক্তির ভোটগ্রহণ করেছে নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশন বোর্ড। গেরট্রুড নিজার নামের ওই ভোটার মারা গেছেন ৪ জুলাই ২০১৬ সালে। ইলেকশন বোর্ডের রেকর্ড অনুসারে, ৯ অক্টোবর ভোট দিয়েছেন গেরট্রুড এবং সেই ভোট বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে ২৫ অক্টোবর।

সূত্র: নিউইয়র্ক পোস্ট।